গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়

ডাকঘর ঃ ঝিটকা, উপজেলাঃ হরিরামপুর,
জেলাঃ মানিকগঞ্জ।

তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০২৩ খ্রীঃ।

স্মারক নং- গোঃ ইঃ পঃ কাঃ/২০২৩-২০২৪/ বিবিধ- ৮

বরাবর
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

বিষয়ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্য বিবরনী দাখিল প্রসঙ্গেঁ।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে ১৯-০৭-২০২৩ খ্রীঃ তারিখে অনুষ্ঠিত গোপীনাথপুর ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্য বিবরণী মহোদয়ের সকাশে দাখিল করা হইল।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে বাধিত করিবেন।

নিবেদক

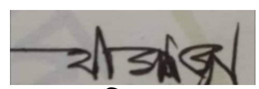

আঃ মতিন মোল্লা
চেয়ারম্যান
গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষ
হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

গোঃ ইঃ পঃ কাঃ/২০২৩-২০২৪/ বিবিধ- ৮ (৪)　　তারিখঃ ২৩-০৭-২০২৩ খ্রীঃ।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরন করা হইল।

১। জেলা প্রশাসক
মানিকগঞ্জ।

২। উপ পরিচালক
(উপ সচিব)
স্থানীয় সরকার
মানিকগঞ্জ।

৩। চেয়ারম্যান
হরিরামপুর উপজেলা পরিষদ
মানিকগঞ্জ।

কার্যাথে

৪। অফিস নথি

গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্য্যালয়
উপজেলা: হরিরামপুর, জেলা: মানিকগঞ্জ।

অদ্য ১৯-০৭-২০২৩ খ্রীঃ তারিখে বেলা ৪ টার সময় গোপীনাথপুর ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সভা পরিষদ কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপত্বি করেন জনাব আঃ মতিন মোল্লা, চেয়ারম্যান, গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গঃ
১। জনাব আঃ মতিন মোল্লা, চেয়ারম্যান, স্বাক্ষরিত।
২। " রাজেদা বেগম, মহিলা সদস্য, ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড, স্বাক্ষরিত।
৩। " মোঃ দেলোয়ার হোসেন গাজী, সদস্য ২ নং ওয়ার্ড, সদস্য
৪। " রোজিনা আক্তার, মহিলা সদস্য, ৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড, সদস্যা
৫। " মোঃ শহিদুল ইসলাম, সদস্য ৯ নং ওয়ার্ড, সদস্য
৬। " ছানাউল্লাহ, উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সদস্য
৭। " আঃ কাদের মিঞা, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, সদস্য
৮। " সুব্রত চৌধুরী, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সদস্য
৯। " আঃ রশিদ খান, এনজিও প্রতিনিধি, সদস্য
১০। " মরিয়ম বেগম, স্বাস্থ্য সহকারী, সদস্যা
১১। " মাতলুব হাসান খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সদস্য
১২। " মোঃ খবির উদ্দিন, সদস্য ৪ নং ওয়ার্ড, সদস্য
১৩। " মোঃ বিল্লাল হোসেন, সদস্য ৬ নং ওয়ার্ড, সদস্য
১৪। " মোঃ জাহাঙ্গীর, সদস্য ১ নং ওয়ার্ড, সদস্য
১৫। " সুইটি আক্তার, মহিলা সদস্য, ৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড, সদস্যা
১৬। " আবুল কালাম আজাদ মবি, কৃষক প্রতিনিধি, সদস্য
১৭। " মোঃ লাভলু প্রামানিক, সদস্য ৮ নং ওয়ার্ড , সদস্য
১৮। " সুভাষ চন্দ্র ভদ্র, ভূমিহীন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, সদস্য
১৯। " মোঃ মোজাফ্‌ফর, সদস্য ৭ নং ওয়ার্ড, সদস্য
২০। " মোঃ আলমগীর হোসেন, সদস্য, ৩ নং ওয়ার্ড, সদস্য
২১। " মোঃ মোশারফ হোসেন, শিক্ষক, সদস্য
২২। " সুরভি দত্ত, ইউপি সচিব, সদস্য সচিব, স্বাক্ষরিত।

অদ্যকার সভার চেয়ারম্যান সাহেব তাঁহার স্বাগত ভাষন দান করেন। অতঃপর তিনি সভার কাজ শুরু করার আহবান জানান।

সভার কার্য বিবরণী

ক্রমিক নং	আলোচ্য সূচী	সিদ্ধান্ত
১	২	৩
(১)	দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহন সম্পর্কে আলোচনা।	অদ্যকার সভায় চেয়ারম্যান সাহেব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কি করনীয় এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় কি প্রস্তুতি গ্রহন করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান। ইহার প্রেক্ষিতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ক্রমান্বয়ে আলোচনা করেন। পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক জনাব কাদের মিঞা বলেন যে বর্তমান বর্ষাকাল। যে কোন সময় বন্যা হতে পারে। সেই জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন করা প্রয়োজন। বন্যার সময় দেখা যায় বহু পরিবারের বাড়িঘর পানিতে নিমগ্ন থাকায় বসবাসের অযোগ্য হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে তাদেরকে কোথায় স্থানান্তর করা যায় সেটা এখন থেকেই ভেবে দেখা দরকার এবং আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। অতি দুঃস্থদের সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যায় সেটাও ভেবে দেখতে হবে। বর্ষা ও বন্যার সময় সাপের উপদ্রব বেড়ে যায়। সে জন্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। বাড়িঘর সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিষধর স্বর্পে দংশন করলে অ্যান্টিভেনাম ইনজেকশন গ্রহনের জন্য অতিদ্রুত সদর হাসপাতালে রোগীকে পাঠাতে হবে। স্বাস্থ্য সহকারী মরিয়ম বেগম তার বক্তব্যে প্রকাশ করেন যে বন্যার সময় পানিবাহিত রোগে বহু মানুষ আক্রান্ত হতে পারে সেই জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। গোপীনাথপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যানকেন্দ্রে গর্ভবর্তী মায়েদের সাভাবিক ভাবে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা আছে। গর্ভবতী মায়েরা এ সুযোগ গ্রহন করতে পারেন। এনজিও প্রতিনিধি আঃ রশিদ খান তার ভাষনে উল্লেখ করেন যে বন্যার সময় আশ্রয়ের জন্য উচু স্থানের প্রয়োজন। এই জন্য উচু স্থান নির্মানের প্রকল্প বাস্তবায়নের আহবান জানান। ভূমিহীন পরিবারের প্রতিনিধি জনাব সুভাষ চন্দ্র ভদ্র তার ভাষনে উল্লেখ করেন যে বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে বিভিন্ন স্কুলে স্থান্তর করা যেতে পারে। পূর্বেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা প্রয়োজন। ইহাছাড়া বন্যার সময় বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দেয়। সেইজন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মেকানিকের সহায়তায় নলকুপ উচুকরে স্থাপন করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উপ সহকারী কৃষিকর্মকর্তা জনাব ছানাউল্লাহ সাহেব উল্লেখ করেন যে বন্যার আশংকার প্রেক্ষিতে বন্যার পূর্বে, বন্যার

		সময় এবং বন্যার পরে কি করনীয় সে বিষয়ে কৃষকগনকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। কৃষি সামগ্রী বিশেষত কৃষি বীজ, গবাদি পশু কিভাবে রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। বন্যার পর যাতে দ্রুত ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করা যায় সে সম্পর্কে কৃষকগনকে উদবুদ্ধ করতে হবে। ৭নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব মোঃ মোজাফ্ফার তার ভাষনে উল্লেখ করেন যে তার এলাকা পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত এবং একাংশ নদীগর্ভে বিলীন। এখানে চুরি ডাকাতির ভয়। তাই ঐখানে নৈশ পাহাড়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বন্যার সময় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করাতে হবে। ইউপি সদস্য জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর তার বক্তব্যে প্রকাশ করেন যে বর্ষা ও বন্যার সময় উজানপাড়া নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় পদ্মানদীতে ট্রলার নিয়ে ডাকাত ডাকাতি করতে আসে। এ জন্য নিরাপত্তার বিধান একান্ত প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য বাঁশের সাকো নির্মান করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোঃ দেলোয়ার হোসেন গাজী তার ভাষনে উল্লেখ করেন যে বন্যার সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য এখন থেকেই বাশের সাকো নির্মান করা দরকার বন্যার সময় যাতে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এহিলা সদস্য জনাব রাজেদা বেগম বলেন যে দুর্যোগের সময় যাতে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি এবং একত্র হয়ে বিপদ মোকাবেলা করতে পারি সেটা নিশ্চিত করতে হবে। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ইউপি সদস্য জনাব আলমগীর হোসেন তার বক্তব্যে প্রকাশ করেন যে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই তাহলে দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব। আমাদিগকে আঞ্চলিকতা ভুলে সমগ্র গোপীনাথপুর ইউনিয়ন আমার এ চিন্তা করে সকলের কল্যানের জন্য কাজ করতে হবে। তিনি বলেন যে বাঁশের সাকো নির্মান করা প্রয়োজন। বিলের ঢেউয়ে মজমপাড়ার বহু বাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ সমস্যাটা কি ভাবে সমাধান করা যায় সেটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। ইউপি সদস্য জনাব খবির উদ্দিন বলেন যে যার এলাকায় বিভিন্ন স্থানে বাঁশের পুল নির্মান করা প্রয়োজন যাতে যাতায়াত ব্যবস্থা ঠিক থাকে। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মাতলুব হাসান খান তার বক্তব্যে বলেন যে দুর্যোগ শুধু আসন্ন বন্যা নয়। দুর্যোগ ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, ঘুর্নিঝড়, বিভিন্ন রোগের মহামারি, তীব্র দাবদাহ, অতি বৃষ্টি ইত্যাদি। তাই এই সবকিছুর জন্যই আমাদের আগাম সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যে কোন দুর্যোগের সময় ডাক্তারগনের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে হয়। তাই এখন থেকেই সরকারী পর্যায়ের ডাক্তার সাহেবদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। এই ইউনিয়নে কোন স্থানে হ্যালি প্যাড নির্মান করা যায় কিনা সেটা নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। একবার হ্যালিপ্যাড নির্মিত হলে তার আশেপাশে বহু পরিবার বন্যার সময় আশ্রয় নিতে পারে। কৃষক প্রতিনিধি তথা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদ তার ভাষনে উল্লেখ করেন যে ডেঙ্গু বর্তমানে এক ভয়াবহ বিপদ সৃষ্টি করেছে। এ দিন ১৩ জন লোকের মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গুঁতে। সুতরাং আমাদের বাড়িঘর সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কোন ভাবেই যেন পানি জমে না থাকে। এ জমা পানিতেই এডিস মশা ডিম পারে এবং ডেঙ্গুর জীবানু ছড়ায়। তাই পানি জমতে দেয়া যাবে না। তিনি আরও প্রকাশ করেন যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশ যে আপনারা জনগনের পাশে অবস্থান গ্রহন করুন। তাই জনগনের আপদে বিপদে আমরা সর্বত ভাবে তাদের পাশে থাকব। এটাই আমাদের অঙ্গিঁকার। অতঃপর চেয়ারম্যান সাহেব তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন । তিনি বলেন যে সকলেই অত্র সভায় তাদের মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন। এজন্য তাদের কে আমি অভিনন্দন জানাই। তিনি উল্লেখ করেন যে বিভিন্ন বক্তাগন বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন। এ সকল পরামর্শ আমরা আমাদের সাধ্যের মধ্যে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব। যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করার সার্থে ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বাঁশের সাকো নির্মান করার প্রস্তাব এসেছে। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মহোদয়গন জানেন যে এই সাকোঁ নির্মানের কোন অর্থ পরিষদ তহবিলে নাই এবং সরকারী কোন বরাদ্দও নাই। এ বিষয়ে আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমীপে আলাপ আলোচনা করব। সরকারী নির্দ্দেশ মোতাবেক কাজ করা হবে। বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার সমূহকে স্থান্তরিত করার বিষয়ে আমি স্কুল কর্তপক্ষ এবং উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহনের ব্যবস্থা করব। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বিষয়েও আমি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সাথে আলাপ আলোচনা করে পূর্ন প্রস্তুতির বিষয়টা নিশ্চিত করব।

অতঃপর সভাপতি সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।